যায়যায়দিন

তারিখ 1 9 MAY 2007
কলাম ২

নাগরিক কমিটির জরিপ

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অবৈধ আদায় কোটি টাকার ওপর

যশোর প্রতিনিধি

যশোর সদর উপজেলার প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২০০৫ সালে অবৈধভাবে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে ফি বা চাঁদা নেয়া হয়েছে ৮৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা। উপবৃত্তির ৩৮ লাখ ৮৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এছাড়া ওই বছর প্রাইভেট পড়ানো বাবদ নেয়া হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। গতকাল শুক্রবার যশোর প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি পৃ ১১ ক ১

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় যশোর সচেতন নাগরিক কমিটি সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক রিপোর্ট কার্ড জরিপে এ তথ্য জানায়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক শেখ হাসান ইমাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, সদস্য ফখরে আলম, সুকুমার দাস, অশোক সেন, আবু সালেহ তোতা, সৈয়দা মাসুমা, টিআইবি কর্মকর্তা নন্দলাল সূত্রধর, দিপু রায় ও সাধন কুমার দাস।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পৌর এলাকার ৬৮টি মহল্লা ও ১৫টি ইউনিয়নের ২৫০টি গ্রামের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২০টি মহল্লা ও ৩০টি গ্রামে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ চালানো হয়। এ জরিপের ভিত্তিতে জানানো হয়, নিয়ম না থাকলেও প্রতিটি শ্রেণীতে ভর্তি বাবদ ফি দিতে হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি, ছাড়পত্র ফি, বিনামূল্যে বই বাবদ ফি, পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার ফি ছাড়াও বিভিন্ন খাতে ৮৪ লাখ ৭০ হাজার ৭১২ টাকা অতিরিক্ত চাঁদা আদায় করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য গড়ে একজনকে ২২ টাকা চাঁদা বা ঘুষ দিতে হয়েছে। ৭৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বছরে গড়ে উপবৃত্তির ২৯২ টাকা কম পেয়েছে। সদর উপজেলায় উপবৃত্তির মোট ৩৮ লাখ ৮৪ হাজার ৪৮৪ টাকা ছাত্রছাত্রীদের কম দেয়া হয়েছে। আর প্রাইভেট পড়ানো বাবদ বেআইনিভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষকরা নিয়েছেন ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৫৭৮ টাকা।

জরিপে আরো উল্লেখ করা হয়, ৪৮% উত্তরদাতা ফ্যানের অভাব, ৮% ক্লাসরুমের অভাব, ১৩% খাবার পানির অভাবের কথা জানিয়েছেন।

৪৬% উত্তরদাতা স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না এবং ৫% উত্তরদাতা স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না বলে জানিয়েছেন।

৫২% উত্তরদাতা জানান, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন।

২১% উত্তরদাতা জানান, শিক্ষকরা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কঠোর শাস্তি দেয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রিপোর্ট কার্ড জরিপের বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।